রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২২ সনের ২৩ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ৯, ২০২২

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৬৯—২৮৪
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬০৫—৬১২
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৭—১১৪
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৮৩—৬০৫
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৮ মাঘ ১৪২৮/০১ ফেব্রুয়ারি ২০২২

নং ০৫.০০.০০০০.১৮০.২৭.০৩২.২০-১১—যেহেতু, শেখ জসিম উদ্দিন আহাম্মেদ (পরিচিতি নম্বর-৫৬৯৩), কারা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তাঁর আবেদনের ভিত্তিতে তাঁর অনুকূলে কানাডা গমনের নিমিত্ত ২৫ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ হতে ০৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত অথবা ছুটি ভোগের তারিখ হতে ১৪ (চৌদ্দ) দিন অর্জিত ছুটি (বহিঃবাংলাদেশ) মঞ্জুর করা হলে তিনি ২১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ ছুটিতে গমনের পর ০৩ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ছুটি শেষ হলেও অদ্যাবধি কর্মস্থলে যোগদান না করে অননুমোদিতভাবে বিদেশে অবস্থান করার পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে রুজুকৃত ৩৩/২০২০ নম্বর বিভাগীয় মামলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের ২০৬ নম্বর স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা শেখ জসিম উদ্দিন আহাম্মেদ নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করেননি বিধায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(৩) মোতাবেক তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক, (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

যেহেতু, তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তা শেখ জসিম উদ্দিন আহাম্মেদ (পরিচিতি নম্বর-৫৬৯৩)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে গুরুদণ্ড হিসেবে 'চাকরি হতে বরখাস্ত' করার সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক প্রস্তাবিত দণ্ড কেন আরোপ করা হবে না সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(৯) অনুসারে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের ১৫১ নং স্মারকে তাঁকে এ বিষয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা শেখ জসিম উদ্দিন আহাম্মেদ কর্তৃক ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে দাখিলকৃত দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব পর্যালোচনা করে তাঁকে গুরুদন্ড হিসেবে সরকারি চাকরি হতে 'বাধ্যতামূলক অবসর' প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর ৬ নং রেগুলেশন মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয় এবং কমিশন শেখ জসিম উদ্দিন আহাম্মেদ-কে সরকারি চাকরি হতে 'বাধ্যতামূলক অবসর' প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা শেখ জসিম উদ্দিন আহাম্মেদ এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত দন্ডের সাথে একমত পোষণ করায় একই বিধিমালার ৪(৩)(খ) বিধিমতে গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে পলায়নের তারিখ অর্থাৎ ০৪ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে 'বাধ্যতামূলক অবসর' প্রদানের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

সেহেতু, শেখ জসিম উদ্দিন আহাম্মেদ (পরিচিতি নম্বর-৫৬৯৩), কারা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(খ) বিধিমতে গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে পলায়নের তারিখ অর্থ্যাৎ ০৪ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে 'বাধ্যতামূলক অবসর' প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০১.২০২০-১২—যেহেতু, জনাব আবু জাফর রাশেদ (পরিচিতি নম্বর-১৬০০১) প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সীগঞ্জ বর্তমানে সচিব (উপসচিব), কক্সবাজার, উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সীগঞ্জ হিসেবে কর্মকালে তাঁর উপস্থিতিতে তাঁর প্ররোচনায় তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী দৈনিক সমকাল পত্রিকার ভূয়া সাংবাদিক সেজে মুন্সীগঞ্জ জেলার, তৎকালীন জেলা প্রশাসক-কে বিব্রত করা ও বিপদে ফেলার লক্ষ্যে ০৩ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে জেলহত্যা দিবসে মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রশাসন কর্তৃক সকল ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তার অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে মর্মে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার-কে টেলিফোন করে মিথ্যা তথ্য প্রদান করেন এবং তিনি সরকারের একজন উপসচিব হয়েও জেলা প্রশাসন, মুন্সীগঞ্জ সম্পর্কে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর মাধ্যমে সিনিয়র কর্তাব্যক্তিদের নিকট উক্ত মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদানে সহযোগিতা করে প্রশাসনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার পরিপ্রেক্ষিতে তারঁ বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের ৬৬ নম্বর স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারির মাধ্যমে তাঁকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব আবু জাফর রাশেদ ২৫ মার্চ ২০২০ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ২৮ জুলাই ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং শুনানিতে প্রদত্ত তাঁর মৌখিক বক্তব্য ও লিখিত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ০৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব আবু জাফর রাশেদ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজাদি পর্যালোচনান্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২) (ঘ) বিধি অনুসারে তাঁকে '০৩(তিন) বছরের জন্য বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' নামীয় লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব আবু জাফর রাশেদ (পরিচিতি নম্বর-১৬০০১) প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সীগঞ্জ বর্তমানে সচিব (উপসচিব), কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২) (ঘ) বিধি অনুসারে তাঁকে '০৩ (তিন) বছরের জন্য বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' নামীয় লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদকালে তিনি জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫-এর গ্রেড-৫ (টাকা ৪৩০০০-৬৯৮৫০/-) এর ৪৩০০০/- টাকার ধাপে বেতন প্রাপ্য হবেন। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩২.০০৩.১৬.২০৬—ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও পৌরসভার ০৫ নং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর (প্যানেল মেয়র-২) জনাব মো: মশিউর রহমান এর মৃত্যুজনিত কারণে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৩(১)(চ) মোতাবেক গেজেট প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে সরকার উক্ত পৌরসভার ০৫ নং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর (প্যানেল মেয়র-২) জনাব মো: মশিউর রহমান এর পদ শূন্য ঘোষণা করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ ফারুক হোসেন
উপ সচিব।

[একই, তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিষিক্ত হবে।

শিল্প মন্ত্রণালয়

ডিপিডিটি অধিশাখা

আদেশ

তারিখ: ১৮ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০২ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৬.০০.০০০০.০৭৫.১৮.০০৬.১৫.০১—নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের আইটি ইউনিটের জন্য রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজিত নিম্নবর্ণিত ০৫ (পাঁচ) টি পদ ০১-০৬-২০২১ খ্রি. তারিখ হতে স্থায়ীকরণে নিম্নেবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে সরকারি আদেশের (জি.ও) মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি;

ক্র:নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতন স্কেল (২০১৫ সালের বেতন স্কেল অনুযায়ী)
০১।	সিস্টেম এনালিস্ট	০১(এক)টি	টাকা ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/- (গ্রেড-৫)
০২।	কম্পিউটার অপারেটর	০১(এক)টি	টাকা ১১,০০০-২৬,৫৯০/- (গ্রেড-১৩)
০৩।	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	০৩(তিন)টি	টাকা ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬)
মোট= ০৫(পাঁচ)টি			

শর্তাবলি:

(ক) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অফিসের বিদ্যমান টিওএন্ডই-তে অস্থায়ী পদগুলো স্থায়ী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে টিওএন্ডই হালনাগাদ করতে হবে এবং হালনাগাদ করতে হবে এবং হালনাগাদকৃত টিওএন্ডই-র ০১(এক) কপি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

(খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

২। এতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ০৫.০০.০০০০.১৬০.১৫.০২৫.১৮.৭৯, তারিখ-১৩-০৪-২০২১ খ্রি. এবং অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের পত্র নং-০৭.০০.০০০০.১৫৮.২৮.০৩৪.২১-১৯০, তারিখঃ-০৮-১১-২০২১ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক অনুমোদন রয়েছে;

৩। এ আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

শামীম সুলতানা
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ: ০৭ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০১০.১৭.৫২—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রম	মৌজার নাম	জে.এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শীট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	সৈয়দাবাদ	১৪৭	৬৩৮	৩	বাহুবল	হবিগঞ্জ
২	হাওর	১৪৮	৬৮৩	৩	বাহুবল	হবিগঞ্জ
৩	নাইমনগর	১১১	৩৪৬	১	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ
৪	মাধবপুর পূর্ব্ব	৭৯	১৫৫২	২	মাধবপুর	হবিগঞ্জ
৫	মাগুরা	৬	৭১০	৩	শান্তিগঞ্জ (দক্ষিণ সুনামগঞ্জ)	সুনামগঞ্জ
৬	মির্জ্জাপুর	২৫	৮৩৫	২	শান্তিগঞ্জ (দক্ষিণ সুনামগঞ্জ)	সুনামগঞ্জ
৭	মৌখলা	৩৭	৭৩৯	৩	শান্তিগঞ্জ (দক্ষিণ সুনামগঞ্জ)	সুনামগঞ্জ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০০৬.১৭.৫৩—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144 (7) এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

২। এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের জরিপ-২ শাখা হতে ১২ অক্টোবর, ২০২১ তারিখ ৩১.০০.০০০০.০৩৯.৩৩.০০৬.১৭.২২৩ স্মারকে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনে ১৫, ২২, ২৩ ও ২৪ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত মৌজার খতিয়ান সংখ্যা ১৭১, ২৪১,১১৯ ও ২১৩

এর স্থলে যথাক্রমে ২৭০, ১১৮, ২১৩ এবং ২৩৭ এবং ১৬ ক্রমিকে ধামাচৌকি স্থলে ধামাচৌকী মুদ্রিত হওয়ায় নিম্নরূপ সংশোধন করা হল:

পূর্ববর্তী ক্রমিক নম্বর	পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত মৌজার নাম ও সংখ্যা	পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত জে. এল. নম্বর	পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত উপজেলার নাম	পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত জেলার নাম	যেভাবে মুদ্রণ হবে
১৫	২৭০	৪১	ঘোড়াঘাট	দিনাজপুর	২৭১
১৬	ধামাচৌকী	৬৫	ঘোড়াঘাট	দিনাজপুর	ধামাচৌকি
২২	১১৮	০৪	বোদা	পঞ্চগড়	২৪১
২৩	২১৩	০৫	বোদা	পঞ্চগড়	১১৯
২৪	২৩৭	১২৫	বোদা	পঞ্চগড়	২১৩

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০৪৭.১৯.৫৫—The State Acquistion And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 44(7) এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রম	মৌজার নাম	জে.এল. নম্বর	খতিয়ান নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	ডুমুরিয়া চান্দপুর	১৬৪	২,৭০, ১০১৫	০৩টি	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ৫৪৭৪/২০১৬ নম্বর রিট মোকদ্দমাটি নিস্পত্তি হওয়ায় গেজেট প্রকাশ করা হল।

তারিখ: ০৯ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০১৩.৫৬—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144 (7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রম	মৌজার নাম	জে.এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	রতনপুর বাদুল্যাপুর	৮১	২৩৯	জামালপুর সদর	জামালপুর
২	চরকায়দা	৮২	২৭৫	জামালপুর সদর	জামালপুর
৩	চান্দের হাওড়া	৯০	৩৮৯	জামালপুর সদর	জামালপুর
৪	ছাতীয়ানি	৯৫	১৬৯	জামালপুর সদর	জামালপুর
৫	টনকী	৯৮	৫০২	জামালপুর সদর	জামালপুর
৬	সাপলেজা	১০০	৬১৮	জামালপুর সদর	জামালপুর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তানিয়া আফরোজ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭
আদেশ

তারিখ: ০৪ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং বিচার-৭/২-এন১৭/৯৯-৫১—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে মোঃ মেহেদী হাসান জন্ম তারিখ: ১৫-০৭-১৯৯৬ খ্রি. পিতা- প্রাপক মোঃ ইসমাইল হোসেন মাতা-আঞ্জুয়ারা বেগম, গ্রাম-স্বর্গপুর, ডাকঘর-তালোড়া উপজেলা-দুপচাঁচিয়া, জেলা-বগুড়া। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া উপজেলার তালোড়া পৌরসভার জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পযর্ন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিচার শাখা-৬
আদেশাবলী

তারিখ: ১১ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং আর-৬/৭এন-০৪/২০২২-১১০—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে নড়াইল জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব খন্দকার আলী উল মাসুদ, পিতা-খন্দকার আওলাদ আলী-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ করা হইলো :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-০৮/২০২২-১০৯—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে কুমিল্লা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম ভূঁঞা, পিতা-মৃত আলহাজ্ব আবুল কাশেম ভূঁঞা-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ দ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ করা হইলো ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ মোঃ সালাহউদ্দিন খাঁ
উপ-সচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৪ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১০.০০.০০০০.১৩০.২৭.০০১.২২-২২—যেহেতু, নরসিংদী জেলার সদর সাব-রেজিস্ট্রার জনাব নীহার রঞ্জন বিশ্বাস এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং ০১/২০২২ রুজু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ গুরুতর;

যেহেতু, আনীত অভিযোগসমূহ পুর্ণাঙ্গ তদন্তের স্বার্থে তাকে বিভাগীয় মামলা চলাকালীন কর্মে বহাল রাখা সমীচীন হবে না;

সেহেতু, সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী নরসিংদী জেলার সদর সাব-রেজিস্ট্রার জনাব নীহার রঞ্জন বিশ্বাস- কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো । সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকালীন তিনি মহা-পরিদর্শক, নিবন্ধন এর কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি মোতাবেক খোরাকি ভাতা ও অন্যান্য ভাতা প্রাপ্ত হবেন।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ গোলাম সারওয়ার
সচিব।

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ: ১৪ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং বিচার-৭/২-এন২৯/২০১৩-৬৪—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব অলিক কুমার ঘোষ পিতা-দুলাল কুমার ঘোষ মাতা-বন্দনা রানী ঘোষ আরজী নওগাঁ, ঘোষপাড়া নওগাঁ সদর, নওগাঁ। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নওগাঁ জেলার সদর উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ্ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পযর্ন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ: ০৪ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং বিচার-৭/২-এন-০৪/৯৮-৫২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে মোহাম্মদ ইউসুফ জন্ম তারিখ: ০১/০১/১৯৮৪ খ্রি. পিতা-আবু তাহের মাতা-আনজুরা খাতুন গ্রাম-দক্ষিণ চাঁচড়া, ওয়ার্ড নং-০৬ ডাকঘর-চাঁচড়া, উপজেলা-তজুমদ্দিন জেলা-ভোলা এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভোলা জেলার তজুমদ্দিন উপজেলার ০৪ নং চাঁচড়া ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আদেশাবলি

তারিখ: ০৯ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং আর-৬/৭এন-০৭/২০২২-১০৬—নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য-অ্যাডভোকেট জনাব খন্দকার আজিজুল বারী, পিতা খন্দকার আব্দুল মান্নান-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বছরের জন্য নিয়োগ করা হইলো ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-০৬/২০২২-১০৭—নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য-অ্যাডভোকেট জনাব সোনিয়া পারভীন, পিতা-আব্দুল মতিন-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ দ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বছরের জন্য নিয়োগ করা হইলো:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরুপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-০৫/২০২২-১০৮—নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য-অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ ইউসুফ হারুন, পিতা- মোঃ আব্দুল জলিল-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ দ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বছরের জন্য নিয়োগ করা হইলো:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ মোঃ সালাহউদ্দিন খাঁ
উপ-সচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

সিএ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ মাঘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩০.০০.০০০০.০২৬.৩১.০০১.২১.৩৯—বাংলাদেশের বিমানবন্দরসমূহে G2G ভিত্তিতে Advance Passenger Inform ation System (APIS) সুবিধা বাস্তবায়ন করার নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে "APIS বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটি" নির্দেশক্রমে গঠন করা হলো:

সভাপতি

১. অতি: সচিব(বিমান ও সিএ), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২. অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব)

৩. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব)

৪. লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব)

৫. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব)

৬. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব)

৭. সদস্য (নিরাপত্তা), বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)

৮. সদস্য (ফ্লাইট স্ট্যান্ডার্ড এন্ড রেগুলেশন্স), বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)

সদস্য-সচিব

৯. যুগ্মসচিব (বিমান ও সিএ), বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) G2G পদ্ধতিতে সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার হতে তাদের প্রস্তাবিত APIS ক্রয় করার বিষয়টি যাচাই করা।

(খ) টেকনিক্যাল কমিটির সাথে পরামর্শ করে এই কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মূল্য নির্ধারণ করবে যা বিধি মোতাবেক সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি বা অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হবে।

(গ) বিবিধ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আহমেদ জামিল
উপ-সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

প্রবিধি অনুবিভাগ

প্রবিধি-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ মাঘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৬ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৪১.০২৭.১৫-১১—মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯খ্রি. তারিখের ০৪.০০.০০০০. ৫১২.৩৫. ০১১.১৭.৭৬ নং প্রজ্ঞাপনে হাওড়/দ্বীপ/চর হিসেবে ঘোষিত ১৬টি উপজেলায় কর্মরত স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কর্মচারীগণকে মাসিক নিম্নবর্ণিত হারে হাওড়/দ্বীপ/চর ভাতা প্রদানে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে:

জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর গ্রেড নং	হাওড়/দ্বীপ/চর ভাতার পরিমাণ
২০	১৬৫০/-
১৯	১৭০০/-
১৮	১৭৬০/-
১৭	১৮০০/-
১৬	১৮৬০/-
১৫	১৯৪০/-

জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর গ্রেড নং	হাওড়/দ্বীপ/চর ভাতার পরিমাণ
১৪	২০৪০/-
১৩	২২০০/-
১২	২২৬০/-
১১	২৫০০/-
১০	৩২০০/-
৯	৪৪০০/-
৮	৪৬০০/-
০৭ ও তদূর্ধ্ব	৫০০০/-

২। হাওড়/দ্বীপ/চর হিসেবে ঘোষিত উপজেলাসমূহের স্থায়ী বাসিন্দাগণ নিজ উপজেলায় কর্মরত থাকাকালীন এ ভাতা প্রাপ্য হবেন না।

৩। প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ থেকে উক্ত ভাতা কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শামীম বানু শান্তি
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ মাঘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০০২.২০২১-৯৮— জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার হাওলাদার, নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), এলজিইডি, পিরোজপুর, পূর্ববর্তী কর্মস্থল-পটুয়াখালী জেলায় নির্বাহী প্রকৌশলী চলতি দায়িত্ব হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলাধীন Widening of Dharandi GC-Patukhali UZHQ (Lohalia kheya Ghat) Via kashipur Bazar (Ch. 0875m-1280m&12800m-16650m) কাজে চেইনেজ ১৬৬৫০ মি. ৯৫০০ মি. ও ৯০০০ মিটারে Bitumen Content 5.0-5.5%এর স্থলে যথাক্রমে ৩.৬%, ৪.৫% ও ৩.৪% এবং চেইনেজ ১৩৩০০ মিটারে Carpeting এর পুরুত্ব ৪০ মি.মি এর স্থলে ৩৬ মি.মি.ত্রুটিপূর্ণ কাজ করেছেন। অবৈধভাবে আর্থিক লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদারের সাথে পরস্পর যোগসাজসে বর্ণিত ত্রুটিপূর্ণ কাজ বাস্তবায়ন করাসহ উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ দুর্নীতি পরায়ণতার অপরাধে ০০২/২০২১ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়।

জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার হাওলাদার, নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), এলজিইডি, পিরোজপুর, কর্তৃক দাখিলকৃত জবাব ও সংযুক্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে রুজু কৃত বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির জন্য উল্লিখিত কাজের সংশ্লিষ্ট অংশ সম্পন্ন হয়েছে কিনা তার সত্যতা যাচাইপূর্বক বিস্তারিত তথ্যসহ জরুরিভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য এলজিইডিকে অনুরোধ করা হয় । তৎপরিপ্রেক্ষিতে এলজিইডি হতে বর্ণিত কাজের বর্তমান অবস্থা সরেজমিনে যাচাইপূর্বক বিস্তারিত তথ্যসহ প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য ও ল্যাবরেটরি টেস্ট প্রতিবেদন মোতাবেক সংশ্লিষ্ট ত্রুটিপূর্ণ কাজ (Bitumen Content ও Dense Bituminous Carpeting Thikness) সংশোধন হয়েছে মর্মে যাচাইপূর্বক সত্যতা পাওয়া গিয়েছে।

বর্ণিতবস্থায়, লিখিত জবাব, সংযুক্ত কাগজপত্র ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, সরেজমিনে পরিদর্শন ও ল্যাবরেটরি টেস্ট প্রতিবেদনসহ সার্বিক পর্যালোচনায় জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার হাওলাদার, নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), এলজিইডি, পিরোজপুর, এর বিরুদ্ধে ০০২/২০২১ বিভাগীয় মামলার সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধিতে বর্ণিত অভিযোগ হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো । ভবিষ্যতে দাপ্তরিক কাজ আরও সতর্কতার সাথে সম্পাদনের নির্দেশনা প্রদান করা হলো। এ সঙ্গে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৪ মাঘ ১৪২৮/১৮ জানুয়ারি ২০২২

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১৩৬.২১-২৫—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-১০১১৮২ লে. কর্ণেল বজলুর রহমান, ডিসিএইচ, এএমসি-কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস্) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস্) ৭৮(সি), ২৫৩(এ) এবং ২৬১ অনুযায়ী সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ওয়াহিদা সুলতানা
উপসচিব।

আদেশাবলি

তারিখ: ১৫ পৌষ ১৪২৮/৩০ ডিসেম্বর ২০২১

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.২৪৩.২০-৪৯০—যেহেতু, জনাব মোঃ খায়রুল ইসলাম, উপপরিচালক (পরিচিতি নম্বর ১৩১), কক্সবাজার শাখা, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর,কক্সবাজার-এর যথাসময়ে কর্মস্থলে উপস্থিত না থাকা, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অমান্য করা, অর্পিত দায়িত্ব পালনে শিথিলতা প্রকাশ করা, কর্মচারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করাসহ তাঁদের প্রহার করার কারণে বিধি মোতাবেক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয় ২৩.১৭.০০০০.০০১.২৯.০০৩.১৬.১৩৩৬ তারিখ: ২০ অক্টোবর ২০২০-এর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানায়। এ প্রেক্ষিতে 'Civilian Employees in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules,1961' এর 9(2)(a) অনুসারে তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ

অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা তলবপূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র নম্বর ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.২৪৩. ২০-২৬৪ তারিখ: ১১ নভেম্বর ২০২০-এর মাধ্যমে প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়কে নির্দেশ দেওয়া হয়; এবং

যেহেতু, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র নম্বর ২৩.০০.০০০০. ১৮০.২৭.২৪৩.২০-২৪৬৪ তারিখ: ১১ নভেম্বর ২০২০-এর মাধ্যমে প্রেরিত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর কর্তৃক একটি তদন্ত আদালত গঠন করা হয় এবং গঠিত তদন্ত আদালত কর্তৃক তদন্ত কার্যক্রম শেষে তাঁর বিরুদ্ধে 'Civilian Employees in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules,1961' এর 7(2)এর অনুসারে অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত করে একই বিধির 8(1) অনুযায়ী লঘুদণ্ড প্রদানের সুপারিশ করে। এ বিষয়ে তদন্ত আদালতের সুপারিশের সাথে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের মহাপরিচালক একমত পোষণ করেন। গঠিত তদন্ত আদালত এবং প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের মহাপরিচালকের সুপারিশের প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে উক্ত Rules,1961 অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তদন্ত আদালতের প্রতিবেদন এবং এ সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয় ২৩.১৭.০০০০.০০১.২৯. ০০৩.১৬-১৫৭৫ তারিখ: ২১ ডিসেম্বর ২০২০-এর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে; এবং

যেহেতু, 'Civilian Employees in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules,1961'-এর 7(2) উপবিধি অনুযায়ী তাঁকে অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং কেন উক্ত বিধিমালার 8(1) অনুসারে লঘুদন্ডের আওতায় এক বা একাধিক শাস্তি প্রদান করা হবে না, তা এ বিধিমালার 9(3)(a) উপধারা অনুযায়ী ও অভিযোগনামা পাওয়ার ১৪ চৌদ্দ) কার্যদিবসের মধ্যে তাঁকে লিখিতভাবে কারণ দর্শাতে নির্দেশ প্রদান করা হয়। অভিযোগের লিখিত জবাব দাখিল করার সময় তিনি ব্যক্তিগত শুনানী চান কি না তা উল্লেখ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়; এবং

যেহেতু, উপপরিচালক জনাব মোঃ খায়রুল ইসলাম, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁর লিখিত জবাব দাখিল করেন। তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানীতে তিনি মৌখিক বিবৃতি ও তাঁর লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন; এবং

যেহেতু, উপপরিচালক জনাব মোঃ খায়রুল ইসলাম-এর বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্তের লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে লিখিত জবাব ও মৌখিক বক্তব্য, প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন, অপরাধের ধরন ইত্যাদি সার্বিক বিবেচনায় লঘুদণ্ড প্রদান যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, উপপরিচালক জনাব মোঃ খায়রুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর ১৩১)-এর বিরুদ্ধে 'Civilian Employees in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules,1961'-এর 7(2)(a) বিধির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধির 8(1)(a) অনুযায়ী তাঁকে তিরস্কার দণ্ড প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.২১৬.১৮-৪৮৯—যেহেতু, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, (পরিচিতি নম্বর ০৮৮), সহকারী পরিচালক (লাইব্রেরি), ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা-এর লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বহীনতা ও সুদুরপ্রসারী সঠিক কর্ম পরিকল্পনার অভাব এবং লাইব্রেরির বই প্রস্তুত/ক্রয় প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট আর্থিক অনিয়ম করার কারণে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয় ২৩.১৭.০০০০.০০১.২৯.০০৩.১৬-৯৮১ তারিখ: ২৭ জুন ২০১৮-এর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানায়। এ প্রেক্ষিতে 'Civilian Employees in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules,1961'-এর 9(2)(a) অনুসারে একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ অনুসন্ধান ব্যাখ্যা তলবপূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র নম্বর ২৩.০০.০০০০. ১৮০.২৭.২১৬.১৮-২৬৪ তারিখ: ০২ আগস্ট ২০১৮-এর মাধ্যমে প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়কে নির্দেশ দেওয়া হয়; এবং

যেহেতু, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র নম্বর ২৩.০০.০০০০. ১৮০.২৭.২১৬.১৮-২৬৪ তারিখ: ০২ আগস্ট ২০১৮-এর মাধ্যমে প্রেরিত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (এনডিসি) কর্তৃক একটি তদন্ত আদালত গঠন করা হয় এবং গঠিত তদন্ত আদালত কর্তৃক তদন্ত কার্যক্রম শেষে তাঁর বিরুদ্ধে 'Civilian Employees in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules,1961' এর 7(2)এর অনুসারে অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত করে একই বিধির 8(1) অনুযায়ী লঘুদণ্ড প্রদানের সুপারিশ করে। এ বিষয়ে তদন্ত আদালতের সুপারিশের সাথে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের কমান্ড্যান্ট একমত পোষণ করেন। তদন্ত আদালত এবং ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের কমান্ড্যান্টের সুপারিশের প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে উক্ত Rules, 1961 অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ থেকে প্রাপ্ত তদন্ত আদালতের প্রতিবেদন এবং এ সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয় ২৩.১৭.০০০০.০০১.২৯. ০০৩.১৬.১৪০৪ তারিখ: ০৫ নভেম্বর ২০২০-এর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে; এবং

যেহেতু 'Civilian Employees in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules,1961'-এর 7(2) উপবিধি অনুযায়ী তাঁকে অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং কেন উক্ত বিধিমালার 8(1) অনুসারে লঘুদন্ডের আওতায় এক বা একাধিক শাস্তি প্রদান করা হবে না, তা এ বিধিমালার 9(3)(a) উপধারা অনুযায়ী এ অভিযোগনামা পাওয়ার ১৪ (চৌদ্দ) কার্যদিবসের মধ্যে তাঁকে লিখিতভাবে কারণ দর্শাতে নির্দেশ প্রদান করা হয়। অভিযোগের লিখিত জবাব দাখিল করার সময় তিনি ব্যক্তিগত শুনানী চান কি না তা উল্লেখ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়; এবং

যেহেতু, সহকারী পরিচালক (লাইব্রেরি) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁর লিখিত জবাব দাখিল করেন। তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৭ অক্টোবর ২০২১ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানীতে তিনি মৌখিক বিবৃতি ও তাঁর লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন; এবং

যেহেতু, সহকারী পরিচালক (লাইব্রেরি) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, এর বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্তের লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে লিখিত জবাব ও মৌখিক বক্তব্য, প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন, অপরাধের ধরন ইত্যাদি সার্বিক বিবেচনায় লঘুদণ্ড প্রদান যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, সহকারী পরিচালক (লাইব্রেরি) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, (পরিচিতি নম্বর ০৮৮) -এর বিরুদ্ধে 'Civilian Employees in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules,1961'-এর 7(2) অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধির 8(1)(a) অনুযায়ী তাঁকে তিরস্কার দন্ড প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি
সিনিয়র সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখঃ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১২১.২০২০-১০০—যেহেতু, ডা. ফরহাদ করিম মজুমদার (১০০৩০৭৭), জুনিয়র কনসালটেন্ট (চলতি দায়িত্ব), কার্ডিওলজি, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা গত ২৭.১.২০১৯ খ্রি. হতে ৭.৬.২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত মোট ১ বছর ৪ মাস ২ দিন তার প্রাক্তন কর্মস্থল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, আমতলী, বরগুনায় অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত ছিলেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২৭.০৮.২০২০ খ্রি. তারিখের ৩১৪ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়নের দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ১২.১২.২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু তার বিরুদ্ধে আনীত অসদারণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দন্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, ডা. ফরহাদ করিম মজুমদারকে অসদাররণ ও পলায়নের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(ঘ) বিধির আলোকে পরবর্তী ৩ (তিন) বছরের জন্য বর্তমান বেতন গ্রেড-৯ (২২,০০০-৫৩.০৬০/-) এর নিম্নতর স্তরে (মূল বেতন ২২,০০০/-) অবনমিত করার লঘুদণ্ড আরোপ করা হল। উল্লিখিত ৩ (তিন) বছরের সমাপ্তিতে তার বেতন অবনমিতকরণকালকে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা হবে না। তাকে ভবিষ্যতে সরকারি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন বিধিবিধানের যথাযথ প্রতিপালনে সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করতঃ চলমান বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৪৯.২০২১-৭১—যেহেতু, ডা. শুভ্রা দাস (১৪০৬৩০), সহকারী সার্জন (সাময়িক বরখাস্ত), বাটাজোর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, গৌরনদী, বরিশাল গত ৩১.১২.২০১৯ খ্রি. হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০২.০৫.২০২১ খ্রি. তারিখের ১৬২ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও পলায়নের দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ১২.১২.২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ পলায়নের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. শুভ্রা দাসকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(খ) মোতাবেক তাকে ০৫ (পাঁচ)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী বেতন বৃদ্ধির তারিখ হতে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ক্রমপুঞ্জীভূতহারে স্থগিত (Withholding of 5 increments for 5 years cumulatively) রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি এর কোন বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না। অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ভবিষ্যতে অধিকতর গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দিয়ে এ সংক্রান্ত বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লোকমান হোসেন মিয়া
সিনিয়র সচিব।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংস্থা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ ফাল্গুন ১৪২৮/২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১৬.০০.০০০০.০০৪.০১.১১৩.২১-৮৫—যাকাত ফান্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এর ৫নং ধারামতে সরকার নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে যাকাত বোর্ড পুনর্গঠন করিলেন।

১	জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান, এম.পি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	সভাপতি

২	মাওলানা মাহমুদুল হাসান, প্রিন্সিপ্যাল, জামিয়া মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা ও খতীব, গুলশান আজাদ মসজিদ, ঢাকা । সভাপতি, বেফাকুল মাদরিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ এবং চেয়ারম্যান, আল হাইয়াতুল উলিয়া লিল জামেআতিল কাওমিয়া।	সহ-সভাপতি
৩	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	সদস্য (পদাধিকার বলে)
৪	মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।	সদস্য-সচিব (পদাধিকার বলে)
৫	হাফেজ মাওলানা আ: কুদ্দুস, অধ্যক্ষ, জামিয়া আরাবিয়া এমদাদুল উলুম মাদ্রাসা, ফরিদাবাদ, ঢাকা।	সদস্য
৬	হাফেজ মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ রুহুল আমিন, মুহতামিম, গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসা, টুঙ্গিপাড়া. গোপালগঞ্জ।	
৭	ড. মুফতী মাওলানা মুহাম্মদ কাফীলুদ্দীন সরকার সালেহী, অধ্যক্ষ, ঢাকা নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা এবং খতিব, আমীনবাগ জামে মসজিদ, ২৭ চামেলীবাগ, শান্তিনগর, ঢাকা।	
৮	ড.মাও.মুহাম্মদ আবদুর রশীদ অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	
৯	জনাব মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ, পরিচালক, শায়খ যাকারিয়া (র.) ইসলামী রিসার্চ সেন্টার, কুড়িল বিশ্বরোড, ঢাকা।	
১০	জনাব মাওলানা ইয়াহইয়া মাহমুদ, মুহতামিম, দারুল উলুম রামপুরা মাদ্রাসা, ঢাকা।	
১১	ড.মাও.এ.কে.এম.মাহবুবুর রহমান, অধ্যক্ষ, ফরিদগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসা, চাঁদপুর।	
১২	জনাব মাও. আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক, উপাধ্যক্ষ, কাদেরীয়া তৈয়াবীয়া আলিয়া মাদ্রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	
১৩	ড. হায়দার আলী আকন্দ, সহযোগী অধ্যাপক, ঢাকা আরাবিয়া কামিল মাদরাসা।	

০২। যাকাত বোর্ডের সসদ্যগণের মেয়াদকাল প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ হতে ৩ বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে সরকার প্রয়োজনে যে কোনো সময় বোর্ড পুনর্গঠন করতে পারবেন।

০৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: তফিকুল ইসলাম
সহকারীসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা-০১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ০৭ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০৬.২১-৪৮—যেহেতু, আপনি জনাব রত্না রায়, সিনিয়র জেল সুপার (চলতি দায়িত্ব), কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত, কারা অধিদপ্তরে সংযুক্ত), গত ১৬.০১.২০২০ তারিখ হতে ২৪.০১.২০২১ তারিখ পর্যন্ত কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এ কর্মরত ছিলেন;

যেহেতু, কারাভ্যন্তরে অনাকাঙ্খিত/অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটার ২৪ ঘন্টার মধ্যে কারা অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য কারা অধিদপ্তরের পত্র নং-৫৮.০৪.০০০০.০২৮.১৬.০০১.২০২০.৭২৭ তারি: ৩১.১২.২০২০ মূলে নির্দেশনা থাকলেও যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করেননি;

যেহেতু, আপিনি চাঞ্চল্যকর হলমার্ক কেলেঙ্কারি মামলার অন্যতম হাজতি বন্দি নং-২৯৫/২০১৫ তুষার আহমেদ এর ০৬.০১.২০২১ খ্রি. তারিখের সাক্ষাতকে কেন্দ্র করে ১৪.০১.২০২১ খ্রি. তারিখে কারা অধিদপ্তরে বিলম্বে প্রেরিত প্রতিবেদনে বিভ্রান্তিকর তথ্য উপস্থাপন করে মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে প্রকৃত ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার করেছেন;

যেহেতু, আপনি ০৫.০১.২০২১ খ্রি. তারিখে বন্দি তুষার আহমেদ এর ম্যানেজা'কে Whats App এ সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান করেন এবং ০৬.০১.২০২১ খ্রি.তারিখে পুনরায় সমর কুমার বিশ্বাসের সাথে সাক্ষাৎ সংক্রান্ত আলাপ ও অনুমোদন প্রদান করেন অথচ তুষার আহমেদকে শীতবস্ত্র প্রদান সংক্রান্ত আলোচনা হয়েছে বলে অসত্য তথ্য উপস্থাপন করেছেন;

যেহেতু, আপনি কারা অধিদপ্তরে প্রেরিত প্রতিবেদনে বন্দি তুষার আহমেদ এর সাথে তার স্ত্রী নয় এমন ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ করানোর অভিযোগ এনে কারা বিভাগের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছেন;

যেহেতু, অফিস প্রধান হওয়া সত্বেও আপনি অধস্তনদের মাস্ক বিহীন চলাফেরা, ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় ধূমপান করা, সিভিল পোশাকে ডিউটি করা, কারা ফটক এবং কারাফটকের পূর্ব পশ্চিম ব্লকে বন্দি তুষার আহমেদ ও তার স্ত্রী এর অবাধ চলাফেরা, কারা নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সঠিকভাবে তল্লাশি কার্যক্রম পরিচালনা না করে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং করোনা পরিস্থিতিতে কারা অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক বন্দিদের দেখা সাক্ষাত সাময়িকভাবে স্থগিত থাকার পরও অফিস কক্ষে দেখা সাক্ষাত সংঘটিত হওয়ায় আপনি কারাবিধি ও আইনসঙ্গত কারণ ব্যতীত কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করেছেন;

যেহেতু, আপনি কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এ কর্মকালীন অফিস প্রধান হিসেবে সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব ও গত ০৬-০১-২০২১ খ্রি. তারিখের ভিডিও ফুটেজের গোপনীয়তা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং আপনি ভিডিও ফুটেজ সংরক্ষণের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে শুধুমাত্র আপনার অধীনস্তদের উপর দায়িত্ব দিয়ে নিজ দায়িত্ব এড়ানোর অপচেষ্টা করেছেন;

যেহেতু, আপনি কারাগারের একমাত্র তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হয়েও কারাগারের অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীকে কারাগারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রদানে বিরত রাখতে সক্ষম হননি এবং অধীনস্তদের তদারকি ও সুষ্ঠু অফিস ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থ হয়েছেন;

যেহেতু, আপনার এহেন আচরণের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় কার্যধারা নং-১২/২০২১ রুজুপূর্বক এ বিভাগের ১৪.১১.২০২১ খ্রি. তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০৬.২১-১৮১ সংখ্যক স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রদান করা হলে ০৭.১২.২০২১ খ্রিঃ তারিখে আত্মপক্ষ সমর্থনে জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন এবং গত ২৮.১২.২০২১ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, কৈফিয়তের জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭ (২) বিধি অনুযায়ী তদন্তের জন্য জনাব তাহনিয়া রহমান চৌধুরী, উপসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়'কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা গত ১০.০২.২০২২ খ্রি. তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত মর্মে মতামত প্রদান করেন;

সেহেতু, জনাব রত্না রায়, সিনিয়র জেল সুপার (চলতি দায়িত্ব) কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত কারা অধিদপ্তরে সংযুক্ত) এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২) এর (ঘ) বিধি মোতাবেক "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো এবং সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। জনাব রত্না রায় এর বর্তমান বেতন স্কেল ৭ম গ্রেড (২৯,০০০—৬৩,৪১০/-) এবং মূল বেতন ৪০,৮৪০/-টাকা। অবনমিত ধাপে তাঁর মূল বেতন হবে ২৯,০০০/-(ঊনত্রিশ হাজার) টাকা।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সচিব।

জন নিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা
প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৮ পৌষ, ১৪২৮/১২ জানুয়ারি, ২০২২

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১২.২১-৮৪—দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট থানার মামলা নং-০৮, তারিখ:- ২৪-০৭-২০২০ খ্রি.-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও {(সংশোধনী, ২০১৩)]-এর ৬(২)(ই)(ঈ)/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও {(সংশোধনী, ২০১৩)]-এর ৪০(২)ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১২.২১-৮৩—চট্টগ্রাম থানার কোতয়ালী থানার মামলা নং-৭২, তারিখ:- ২৩-১১-২০১৯ খ্রি.-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও {(সংশোধনী, ২০১৩)]-এর ৬/৭/৮/৯/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও {(সংশোধনী, ২০১৩)]-এর ৪০(২)ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১২.২১-৮২—কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন থানার মামলা নং-০৫, তারিখ:- ২৩-০৮-২০২১ খ্রি.-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও {(সংশোধনী, ২০১৩)]-এর ৯(২)(৩)/১১/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও {(সংশোধনী, ২০১৩)]-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফৌজিয়া খান
উপসচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৭ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিঃ।

নং ০০৫/২০২২/কাস্টম/২৬—(The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবস্থিত মেসার্স এইচ. এম এন্টারপ্রাইজ নামীয় ডিউটি ফ্রি শপ (বন্ড লাইসেন্স নং-০১/কাস-এসবিডাব্লিউ/২০১৭, তারিখ:-১৯.০৩.২০১৭ খ্রি।) এর অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য নিম্নবর্ণিত আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিল, যথা:

ক্র.নং	আমদানিকৃত পণ্য	২০২১-২০২২ অর্থবছরে জন্য সুপারিশ (মার্কিন ডলার)
১.	সিগারেট ও তামাকজাত	১৭,২০০.০০
২.	মদ/লিকার (মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে)	৩০.০০০.০০
৩.	কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ	৫০০০.০০
৪.	খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য	৫০০০.০০
	সর্বমোট:	৫৭,২০০.০০ (সাতান্ন হাজার দুইশত) মা. ডলার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

মোঃ মশিয়ার রহমান মন্ডল
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)।

রেলপথ মন্ত্রণালয়

আইন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ ফাল্গুন, ১৪২৮/২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

বিষয়: "রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের জন্য প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ নীতিমালা-২০২১ (সংশোধিত)"

নং ৫৪.০০.০০০০.০২৬.০৪.০০১.১৩-৩৮—রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের জন্য গত ৮ চৈত্র, ১৪২৭/২২ মার্চ ২০২১ তারিখের ৫৪.০০. ০০০০.০২৬. ০৪. ০০১. ১৩-৫৭ নং প্রজ্ঞাপনটি অধিকতর সংশোধনপূর্বক নিম্নবর্ণিত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

০১। এ নীতিমালা "রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ নীতিমালা-২০২১ (সংশোধিত)" নামে অভিহিত হবে।

০২। প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের ক্ষেত্রে "অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ" বলতে—

(ক) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়;

(খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের (প্রধান কার্যালয়) ক্ষেত্রে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; এবং

(গ) অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রত্যেক অঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক।

২.১। "আইন কর্মকর্তা" বলতে বাংলাদেশ রেলওয়ের: উভয় অঞ্চলে এবং সদর দপ্তরে নিয়োজিত আইন কর্মকর্তাদের বুঝাবে।

২.২। "দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা " বলতে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাকে দায়িত্ব দিবেন তাঁকে বুঝাবে;

০৩। রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য অন্তত দুইটি জাতীয় পত্রিকায় (০১টি বাংলা ও ০১টি ইংরেজি) আগ্রহ ব্যক্তকরণের অনুরোধ সম্বলিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্যানেল আইনজীবী হিসেবে অন্তর্ভুক্তির আগ্রহ ব্যক্তকারী আইনজীবীদের প্রস্তাব আহবান করতে হবে। প্যানেল আইনজীবী হিসেবে অন্তর্ভুক্তির আগ্রহ ব্যক্তকারী আইনজীবীদের নিম্নোক্ত যোগ্যতা প্রয়োজন হবে:

(ক) স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিষয়ে ডিগ্রী;

(খ) বার কাউন্সিলের সনদ;

(গ) জেলা পর্যায়ের প্যানেল আইনজীবীদের জন্য জেলা পর্যায়ে দেওয়ানী/ফৌজদারী আদালতে মামলা পরিচালনা ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা (তবে দেওয়ানী মামলার অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে);

(ঘ) মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ/আপিল বিভাগের প্যানেল আইনজীবীদের ক্ষেত্রে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে/ আপিল বিভাগে মামলা পরিচালনায় ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা।

০৪। আগ্রহ ব্যক্তকরণের অনুরোধ সম্বলিত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে আগ্রহ ব্যক্তকারী আইনজীবীদের প্রস্তাবের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত থাকতে হবে:

(খ) আবেদনকারীর নাম, পিতা/স্বামীর নাম, মাতার নাম, স্থায়ী/বর্তমান ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল ও বয়স ইত্যাদি উল্লেখসহ পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত;

(খ) ০২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি;

(গ) জাতীয় পরিচয়পত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্রের সত্যায়িত কপি;

(ঘ) বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের পেশাগত সনদ;

(ঙ) জেলা পর্যায়ের প্যানেল আইনজীবীদের জন্য জেলা পর্যায়ে এ্যাডভোকেট হিসেবে ১০ (দশ) বৎসরের অভিজ্ঞতা সনদ;

(চ) মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ/ আপীল বিভাগের প্যানেল আইনজীবীদের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ/আপীল বিভাগে মামলা পরিচালনায় ১০ (দশ) বৎসরের অভিজ্ঞতার সনদ;

(ছ) অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে প্যানেল আইনজীবী হিসেবে নিয়োজিত থাকলে তার প্রমাণপত্র।

০৫। রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের/চুক্তিপত্রের শর্তাবলী:

(ক) প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ ০৩ (তিন) বৎসরের জন্য হতে হবে;

(খ) নির্ধারিত সম্মানী ছাড়া কোনো বেতন-ভাতা/অতিরিক্ত সম্মানী দেয়া হবে না;

(গ) মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ/ আপিল বিভাগের মামলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তা ও অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তরের সাথে সমন্বয় করে দায়িত্ব পালন করতে হবে;

(ঘ) যে কোনো মামলার দায়িত্ব দিলে তা' গ্রহণে বাধ্য থাকবে;

(ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত আইনজীবীর নিকট হস্তান্তরিত মামলার অনাপত্তিসহ যাবতীয় কাগজপত্র অন্য বিজ্ঞ আইনজীবীর নিকট হস্তান্তরে বাধ্য থাকবে;

(চ) নিয়োজিত প্যানেল আইনজীবী রেলপথ মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ রেলওয়ের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোনো মামলায় রেলপথ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ রেলওয়ের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হতে পারবেন না;

(ছ) কোনো আইনজীবী নিজে অব্যাহতি চাইলে অথবা কোনো আইনজীবীকে রেলপথ মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশরেলওয়ের অব্যাহতি দিতে চাইলে উভয় ক্ষেত্রে ৬০ দিন পূর্বে নোটিশ প্রদান করতে হবে;

(জ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল/বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে মামলা পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে দায়িত্ব পালন করতে হবে;

(ঝ) উভয় পক্ষের সম্মতিতে নিয়োগ প্রতি ০২ (দুই) বৎসরের জন্য নবায়ন করা যেতে পারে।

(ঞ) মামলা নিষ্পত্তি/অগ্রগতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীকে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে বরাবর ত্রৈমাসিক অগ্রগতির রিপোর্ট দিতে হবে।

০৬। (ক) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগের নিমিত্ত সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কমিটি:

ক্র.নং	পদবি ও দপ্তর	কমিটি
১.	অতিরিক্ত সচিব (আইন)/যুগ্মসচিব (আইন),রেলপথ মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২.	বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল এর উপযুক্ত প্রতিনিধি (ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বা তদূর্ধ্ব পদ মর্যাদার আইন কর্মকর্তা)	সদস্য
৩.	আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর অনুবিভাগের প্রতিনিধি ডেপুটি সলিসিটির বা তদূর্ধ্ব পদ মর্যাদার কর্মকর্তা)	সদস্য
৪.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের উপযুক্ত প্রতিনিধি (৫ম গ্রেড বা তদূর্ধ্ব পদ মর্যাদার কর্মকর্তা)	সদস্য
৫.	উপসচিব (আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি: Public Procurement Act-2006 ও Public Procurement Rules-2008 অনুযায়ী বুদ্ধিভিত্তিক সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক বিজ্ঞ আইনজীবীদের প্যানেল চূড়ান্ত করে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা ।

(খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের (প্রধান কার্যালয়) বিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগের নিমিত্ত সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কমিটি:

ক্র.নং	পদবি ও দপ্তর	কমিটি
১.	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই), বাংলাদেশ রেলওয়ে	আহ্বায়ক
২.	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল এর উপযুক্ত প্রতিনিধি (ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বা তদূর্ধ্ব পদ মর্যাদার আইন কর্মকর্তা)	সদস্য
৪.	আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর অনুবিভাগের প্রতিনিধি (ডেপুটি সলিসিটির বা তদূর্ধ্ব পদ মর্যাদার কর্মকর্তা)	সদস্য
৫.	পরিচালক (সংগ্রহ), বাংলাদেশ রেলওয়ে	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি: Public Procurement Act-2006 ও Public Procurement Rules-2008 অনুযায়ী বুদ্ধিভিত্তিক সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক বিজ্ঞ আইনজীবীদের প্যানেল চূড়ান্ত করে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা।

(গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের (পূর্বাঞ্চল) বিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগের নিমিত্ত সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কমিটি:

ক্র.নং	পদবি ও দপ্তর	কমিটি
১.	অতিরিক্ত জি এম (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে	আহ্বায়ক
২.	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	জেলা জজ আদালতের জিপি	সদস্য
৫.	আইন কর্মকর্তা (পূর্ব),বাংলাদেশ রেলওয়ে	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি: Public Procurement Act-2006 ও Public Procurement Rules-2008 অনুযায়ী বুদ্ধিভিত্তিক সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক বিজ্ঞ আইনজীবীদের প্যানেল চূড়ান্ত করে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা।

(ঘ) বাংলাদেশ রেলওয়ের (পশ্চিমাঞ্চল) বিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগের নিমিত্ত সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কমিটি:

ক্র.নং	পদবি ও দপ্তর	কমিটি
১.	অতিরিক্ত জি এম (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে	আহ্বায়ক
২.	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	জেলা জজ আদালতের জিপি	সদস্য
৫.	আইন কর্মকর্তা (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি: Public Procurement Act-2006 ও Public Procurement Rules-2008 অনুযায়ী বুদ্ধিভিত্তিক সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক বিজ্ঞ আইনজীবীদের প্যানেল চূড়ান্ত করে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা।

০৭। সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রণয়নের পর অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করবে।

০৮। রেলপথ মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ রেলওয়ের নিয়োজিত প্যানেল আইনজীবীদের নির্ধারিত ভাতাঃ

ক্র.নং	আদালতের নাম	কাজের ধরণ	রেলপখ মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ রেলওয়ে	মন্তব্য
০১.	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ	(ক) পেপার বুক তৈরীসহ সিপিএলএ, সিভিল আপীল ও রিভিউ দায়েরের যাবতীয় কাজ, দফাওয়ারি জবাব, এফিডেভিট ইন অপোজিশন প্রস্তুতসহ জবাব দেয়ার জন্য যাবতীয় কাজ (প্রতি মামলা) (খ) কোর্ট ফি, টাইপিং খরচ, কাগজ-কলমসহ বিবিধ খরচ বাবদ (প্রতি মামলা) (গ) প্রতি মামলা পূর্ণ শুনানী	(ক) এ্যাডভোকেট ফি (ক্লার্ক ফিসহ)= ১৫,০০০/-(পনেরো হাজার) টাকা (খ) প্রকৃত ব্যয় (গ) ১৫,০০০/-(পনেরো হাজার) টাকা	ভ্যাট ও আয়কর কর্তনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিধি বিধান প্রযোজ্য হবে।
	ঐ	(ক) বিশেষ আবেদন শুনানী বাবদ (প্রতি মামলা) (খ) বিশেষ আবেদন প্রস্তুতির জন্য কোর্ট ফি, টাইপিং খরচ, কাগজ-কলমসহ বিবিধ খরচ বাবদ (প্রতি মামলা)	(ক) এ্যাডভোকেট ফি (ক্লার্ক ফিসহ)= ৫,৫০০/-(পাঁচ হাজার পাঁচশত) টাকা (খ) প্রকৃত ব্যয়	ঐ
		কজ লিস্টে আছে মামলার শুনানীর জন্য প্রস্তুত তবে শুনানী হয়নি (প্রতিদিনের হাজিরা)	১,০০০/-(এক হাজার) টাকা	ঐ
০২.	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ	(ক) পেপার বুক তৈরীসহ রিট দায়েরের যাবতীয় কাজ, দফাওয়ারি জবাব, এফিডেভিট ইন অপোজিশন প্রস্তুতসহ জবাব দেয়ার জন্য যাবতীয় কাজ (প্রতি মামলা) (খ) কোর্ট ফি, টাইপিং খরচ, কাগজ-কলমসহ বিবিধ খরচ বাবদ (প্রতি মামলা) (গ) প্রতি মামলা পূর্ণ শুনানী	(ক) এ্যাডভোকেট ফি (ক্লার্ক ফিসহ)= ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা (খ) প্রকৃত ব্যয় (গ) ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা	ঐ
	প্রশাসনিক আপীলেট ট্রাইব্যুনাল	(ক) পেপার বুক তৈরীসহ রিট দায়েরের যাবতীয় কাজ, দফাওয়ারি জবাব, এফিডেভিট ইন অপোজিশন প্রস্তুতসহ জবাব দেয়ার জন্য যাবতীয় কাজ (প্রতি মামলা) (খ) কোর্ট ফি, টাইপিং খরচ, কাগজ-কলমসহ বিবিধ খরচ বাবদ (প্রতি মামলা) (গ) প্রতি মামলা পূর্ণ শুনানী	(ক) এ্যাডভোকেট ফি (ক্লার্কফিসহ) = ৪,০০০ টাকা (খ) প্রকৃত ব্যয় (গ) ৪,০০০/-(চার হাজার) টাকা	ঐ
		কজ লিস্টে আছে মামলার শুনানীর জন্য প্রস্তুত তবে শুনানী হয়নি (প্রতিদিনের হাজিরা)	৫০০/-(পাঁচ শত) টাকা	

ক্র.নং	আদালতের নাম	কাজের ধরণ	রেলপথ মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ রেলওয়ে	মন্তব্য
০৩.	প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও দেওয়ানী আদালত	(ক) পেপার বুক/আর্জি প্রস্তুত, দফাওয়ারি জবাব প্রস্তুতসহ মামলা দায়ের/আপীল দায়েরের যাবতীয় কাজ (খ) কোর্ট ফি, টাইপিং খরচ, কাগজ-কলমসহ বিবিধ খরচ বাবদ (প্রতি মামলা) (গ) প্রতি মামলা পূর্ণ শুনানী	(ক) এ্যাডভোকেট ফি (ক্লার্ক ফিসহ) = ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা (খ) প্রকৃত ব্যয় (গ) ৩,০০০/-(চার হাজার) টাকা	ঐ
		কজ লিস্টে আছে মামলার শুনানীর জন্য প্রস্তুত তবে শুনানী হয়নি (প্রতিদিনের হাজিরা)	৫০০/- (পাঁচ শত) টাকা	ঐ
	প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও দেওয়ানী আদালত	(ক) বিশেষ আবেদন শুনানী বাবদ (প্রতি মামলা) (খ) বিশেষ আবেদন প্রস্তুতির জন্য কোর্ট ফি, টাইপিং খরচ, কাগজ-কলমসহ বিবিধ খরচ বাবদ(প্রতি মামলা)	(ক) এ্যাডভোকেট ফি (ক্লার্কফিসহ) = ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা (খ) প্রকৃত ব্যয়	ঐ
০৪.	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ/হাইকোর্ট বিভাগ/প্রশাসনিক আপীলেট ট্রাইব্যুনাল/ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল/ দেওয়ানী আদালত	রায়ের সার্টিফিকেট কপি উত্তোলন	প্রকৃত ব্যয়	ঐ

৯। বিশেষ ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে মামলার প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী নিয়োগ প্রদান করা যাবে। আলোচনা সাপেক্ষে নিয়োগকৃত আইনজীবীর সম্মানী নির্ধারণ করা যাবে।

১০। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো। যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী নিয়ামুল ইসলাম
সহকারী সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/০১ জুন ২০২২

নং **০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০৭.১২(বি.মা).২৯৩**—যেহেতু জনাব মোঃ শরিফুজ্জামান (১৫৫২৪), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাভার, ঢাকা এবং বর্তমানে ব্যবস্থাপক (সিনিয়র সহকারী সচিব), সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানা, ঢাকা গত ১৫-০৪-২০১০ তারিখ হতে ২৪-০৭-২০১১ তারিখ পর্যন্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি), সাভার, ঢাকা পদে কর্মরত থাকাকালে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ঢাকা কর্তৃক তাঁর অফিস পরিদর্শনকালে ২৯-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৩৬২৬৩ নং ক্রমিকের নামজারি মামলা নিষ্পত্তি হলেও রেজিস্টার নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কোনো এন্ট্রি না থাকায়, ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০৫-০৪-২০১০ তারিখের ভূঃমাঃ/শা-৯/বিবিধ/ ১৩০৯-৩৮৫ নং স্মারকের ৩ ও ৫ নং অনুচ্ছেদের বিধান অমান্য করে ৮৪ টি নামজারি কেস ক্রমানুযায়ী বাদ রেখে পরবর্তী ক্রমের নামজারি সম্পাদন করায়, ২৯-০৬-২০১১ তারিখ পর্যন্ত মোট ২২ দিনে কোনো নামজারি কেস নিষ্পত্তি না করায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ঢাকা পরিদর্শনকালে ৪১৬ টি অনুমোদিত নামজারি কেস তাৎক্ষণিকভাবে রেকর্ড সংশোধনের অপেক্ষায় তাঁর অফিসে পেন্ডিং থাকায়, তিনি এ অফিসে যোগদানের পর তাঁর অদক্ষতা ও কর্মে অবহেলার কারণে অনুমোদিত কেসের রেকর্ড সংশোধন যথাসময়ে ও যথানিয়মে সম্পাদিত না হওয়ায়, ২০১২ সালে মোট ৩৭২ টি মিসকেস দায়ের হয় এবং ৫৫ টি মিসকেসের আবেদন গ্রহণ করা হলেও মিসকেস চালু না করায় এবং তিনি ১১৮ টি মিসকেস দীর্ঘদিন কোনো শুনানি ও আদেশ ছাড়া ফেলে রাখার অভিযোগে এ মন্ত্রণালয়ের ৩০ আগস্ট ২০১২ তারিখের ০৫.১৮. ০২৭.০২.০০.০০৭.১২(বি.মা)-৩৪৭ সংখ্যক স্মারকে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং কেন তাঁকে চাকরি হতে বরখাস্ত বা অন্য কোনো উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে জানানোর জন্য এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কি-না তা তাঁর লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

২। যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি), সাভার, ঢাকা এর অফিসে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র দ্বারা তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ অসত্য প্রমাণিত হয় বিধায় ব্যক্তিগত শুনানির মাধ্যমে তাঁর অন্য কিছু বলার নেই মর্মে দাখিলকৃত জবাবে উল্লেখ করায় মামলাটি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের নিমিত্ত জনাব সোলতান আহমদ (পরিচিতি নং-৪৮০৭), উপসচিব (তদন্ত-২), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ শরিফুজ্জামান-তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় গৃহীত কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রার্থনা করে মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট পিটিশন নং-৮০৬০/২০১৪ দায়ের করেন এবং পক্ষে রুল প্রাপ্ত হওয়ায় রিট পিটিশন নং-৮০৬০/২০১৪ এ গত ১০ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখের রায়/আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল দায়েরের নিমিত্ত এডভোকেট অন রেকর্ড নিয়োগের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে এটর্নী জেনারেলকে অনুরোধ করা হলে এটর্নী জেনারেল এর কার্যালয় হতে জানা যায় যে এডভোকেট হরিদাস পালকে এডভোকেট অন রেকর্ড হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে; এবং

৪। যেহেতু ১৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ দাখিলকৃত আবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে উক্ত সিভিল পিটিশন মামলাটি পরিচালনা করতে তিনি ইচ্ছুক নন এবং ভবিষ্যতে তিনি উক্ত মামলায় আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না উল্লেখ করে শৃঙ্খলাজনিত বিভাগীয় মামলাটি পুনরায় চালু করে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগপূর্বক বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করেন এবং ভবিষ্যতে তিনি উক্ত মামলায় আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না মর্মে হলফনামা প্রদান করেন; এবং

৫। যেহেতু পরবর্তীতে "১৯৩/২০১৮ সিভিল মামলায় শুনানিতে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ৮০৬০/২০১৪ নম্বর রিট মামলায় ১০ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে ঘোষিত রায় ও আদেশ রহিত করে আপিল মঞ্জুর করা হোক এবং তিনি প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে কোনো প্রতিকার চাইবেন না এবং তাঁর কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম চালু করলে তার কোনো আপত্তি নেই" জানিয়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তার পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ হাইকোর্ট বিভাগের রায় ও আদেশ রহিত করে ১৯৩/২০১৮ সিভিল আপিল মামলা নিষ্পত্তি করে আদেশ প্রদান করার পর তিনি প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে কোনো মামলা দায়ের করেন নি এবং করবেন না মর্মে হলফনামা স্বাক্ষরপূর্বক দাখিল করেন এবং আপিল মামলাটির আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বর্তমানে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগপূর্বক বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করেন; এবং

৬। যেহেতু উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয় হতে ৩০ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০৭.১২ (বি মা). ৬১ সংখ্যক স্মারকে উল্লিখিত বিষয়ে আইনগত মতামত প্রদানের জন্য আইন অনুবিভাগকে অনুরোধ করা হয় এবং আইন অনুবিভাগ কর্তৃক অভিযুক্ত কর্মকর্তা এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি বিভাগীয় কার্যধারায় বিধিসম্মতভাবে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে আইনানুগ বাধা নেই মর্মে অবহিত করা হয়েছে; এবং

৭। যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য নিয়োগকৃত তদন্ত কর্মকর্তা জনাব সোলতান আহমদ (পরিচিতি নং ৪৮০৭), উপসচিব (তদন্ত-২) ইতোমধ্যে অবসরে গমণ করায় জনাব মোঃ আঃ রাজ্জাক সরদার (পরিচিতি নং ৬৫৫৭), যুগ্মসচিব, পিএসিসি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগপূর্বক তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বলা হয় এবং তদন্ত কর্মকর্তা মামলাটি তদন্ত করে গত ০৯-০৫-২০২২ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

৮। যেহেতু সার্বিক পর্যালোচনায় তদন্ত কর্মকর্তা মতামতে উল্লেখ করেন জনাব মোঃ শরিফুজ্জামান (পরিচিতি নম্বর ১৫৫২৪), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাভার, ঢাকা বর্তমানে ব্যবস্থাপক (সিনিয়র সহকারী সচিব), সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানা-এর বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগনামার অভিযোগসমূহে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(ঘ) বিধির সংজ্ঞা অনুযায়ী যথাক্রমে 'অদক্ষতা' এবং 'দুর্নীতিপরায়নতা'র অভিযোগের কোনো উপাদান নাই, তাছাড়া অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগের উপাদান বিদ্যমান থাকলেও অভিযোগসমূহের পক্ষে উপস্থাপিত সকল রেকর্ডপত্র এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জবানবন্দি পর্যালোচনায় 'অসদাচরণ' এর অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

৯। সেহেতু জনাব মোঃ শরিফুজ্জামান (১৫৫২৪), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাভার, ঢাকা এবং বর্তমানে ব্যবস্থাপক (সিনিয়র সহকারী সচিব), সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানা-ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(ক) ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অদক্ষতা', 'অসদাচরণ' এবং 'দুর্নীতিপরায়ণতা' এর অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

১০। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/৩১ মে ২০২২

নং ৫৩.০০.০০০০.৪৩২.১৪.০০১.১৮.৮২—বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সংঘবিধির ১০ অনুচ্ছেদ মোতাবেক পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রাক্তন সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান-কে আগামী ১৪-০৬-২০২২ তারিখ হতে পরবর্তী ২(দুই) বছরের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হ'ল।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সীমা দত্ত
সহকারী সচিব।